GOVT. GENERAL DEGREE COLLEGE SALBONI

DEPARTMENT OF SANSKRIT

STUDY MATERIAL FOR

BACHELOR OF ARTS (HONOURS) MAJOR IN SANSKRIT

(under CCFUP, 2023)

Course- Major I/ Minor Disc. I

Critical Survey of Sanskrit Literature

Prepared by

PROSENJIT MONDAL

Assistant Professor

DEPT. OF SANSKRIT,GGDC SALBONI

DEPT. OF SANSKRIT

পুরাণের সাধারণ পরিচয়: সংজ্ঞা, রচয়িতা, রচনাকাল ও লক্ষণ

প্রাচীন সাহিত্যে সংহিতা, পুরাণ কাব্য প্রভৃতি শব্দগুলি বহুব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত, তাই মহাভারতও পুরাণ, রামায়ণও পুরাণ, আবার ইতিহাসও পুরাণ। সূত্র সাহিত্যেই প্রথম 'পুরাণ' নামক পৃথক শ্রেণীর সাহিত্য রচনার উল্লেখ থাকলেও বেদ ও উপনিষসমূহে বিবিধ বিদ্যার তালিকায় ইতিহাস ও পুরাণের নাম অন্তর্ভুক্ত'। শতপথ ব্রাহ্মণে (১১/৫/৬৮) ইতিহাস, পুরাণ, গাথা ও নারাশংসী শব্দগুলির একত্র উল্লেখ থেকে অনুমিত হয় যে এগুলি প্রাচীন ইতিহাসের মৌল উপাদান ছিল। অথর্ববেদে চতুর্বেদের সঙ্গে পুরাণ নামটি উল্লিখিত। শতপথ ব্রাহ্মণে (৪/৩/১২-১৩) পরিপ্লবে ইতিহাস-বেদ ও পুরাণ-বেদ পাঠের উল্লেখ আছে। গোপথ ব্রাহ্মণে (১/১০) ভিন্নরূপে পঞ্চবেদের নাম উক্ত সর্পবেদ, অসুরবেদ, পিশাচবেদ, ইতিহাস-বেদ ও পুরাণ- বেদ। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩/৪/১-২) ইতিহাস-পুরাণ পঞ্চম বেদ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২/৪/১০) ইতিহাস ও পুরাণকে চার বেদের তুল্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। নিরুক্তমতে (৩/১৯, ২/১০) পুরাণ ও ইতিহাস শব্দের অর্থ হল- পুরাণং কস্মাৎ? পুরা নবং ভবতি।

নিদানভূতম্ ইতি হ এবমাসীৎ ইতি যত্র উচ্যতে স ইতিহাসঃ (দুর্গাচার্য টীকা)। নিরুক্তে দেবাপি, শান্তনু প্রভৃতির কাহিনী ইতিহাস নামে অভিহিত। কৌটিল্য (অ. শা ১/৫) ইতিহাস বলতে পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রকে বুঝেছেন। পতঞ্জলি (৪/২/৫৯-৬০ পণিনি সূত্রের মহাভাষ্যে) ইতিহাস ও পুরাণকে পৃথক পৃথক রচনারূপে বিবেচনা করেছেন এবং উভয় বিষয়ে পণ্ডিতকে যথাক্রমে 'ঐতিহাসিক' ও 'পৌরাণিক' শব্দে অভিতিহত করেছেন। মহাভারত শাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস নামে প্রসিদ্ধ। অমরকোষে (১/৬/৪-৫) ইতিহাস হল পুরাবৃত্ত এবং পুরাণ পঞ্চলক্ষণবিশিষ্ট রচনা। প্রাচীন পুরাণগুলিতে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী পুরাণ হল পুরাকালের বিবরণ, যেহেতু পুরাকালে অর্থাৎ অতীতে এরূপ ঘটনা ঘটেছিল, তাই এর নাম পুরাণ'। ব্রাহ্মণ, উপনিষদ ও বৌদ্ধ সাহিত্যে ইতিহাস ও পুরাণ প্রায় সমার্থক। আখ্যান, আখ্যায়িকা, উপাখ্যান, গাথা প্রভৃতি অপরিশুদ্ধরূপে সবই পুরাণ বা ইতিহাস, অর্থাৎ মিশ্ররূপে ইতিহাস-

পুরাণ। পরবর্তীকালে পুরাণ হল এক পৃথক শ্রেণীর ধর্মীয় সাহিত্যের সম্ভার এবং ইতিহাস হল পুরাণসাহিত্যে প্রসিদ্ধ কাহিনীগুলির পরিশুদ্ধ রূপ'। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের সংহিতায় এবং ভাগবতে ৬ জন পুরাণবিশারদের (অরুণি, কাশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতবর্ণ, সংসপায়ন ও হারীত) নাম উল্লিখিত। অগ্নি পুরাণের উক্তি অনুযায়ী সূত লোমহর্ষণ ব্যাসের কাছে পুরাণ শিক্ষা করেন এবং তাঁর শিষ্যদের তদ্বিষয়ে উপদেশ দেন। গৌতম-ধর্মসূত্রে (১১/১৯) বলা হয়েছে যে রাজকার্য পরিচালনায় বেদ-বেদাঙ্গ, স্মৃতি ও পুরাণের অনুশাসন মান্য করা রাজার কর্তব্য। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে অনুক্তনামা কোনও পুরাণের দুটি শ্লোক এবং ভবিষ্যৎ পুরাণের একটি শ্লোক উদ্ধৃত, উদ্ধৃত শ্লোকগুলি বর্তমান কোনও পুরাণে পাওয়া না গেলেও তজ্জাতীয় শ্লোক অবশ্যই অনেক পুরাণে পাওয়া যায়।

প্রাচীন পরম্পরায় পুরাণসাহিত্য সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় রচনা এবং বেদের ন্যায় ঐতিহ্যপূর্ণ; বেদ যেমন অপৌরুষেয়, পুরাণও তেমনি শ্রুতি। বৈদিক যুগের বহু কাহিনী, দার্শনিক তত্ত্ব, আখ্যান-উপাখ্যান, পুরাবৃত্ত প্রভৃতি পুরাণের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। প্রকৃতপক্ষে বেদ, সূত্র সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতি ও ইতিহাসের উপাদান পুরাণের অন্যতম অবলম্বন। মহাভারতের অনেক কাহিনী এবং সমগ্র হরিবংশ প্রকৃত বিচারে পুরাণের লক্ষণাক্রান্ত। সামগ্রিক দৃষ্টিতে বৈদিক সাহিত্য, ইতিহাস, রামায়ণ, মহাভারত, দর্শন, স্মৃতি, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র প্রভৃতির অজস্র উপাদান ও উপকরণ মিলে সমগ্র পুরাণ-সাহিত্য গঠিত। হরিবংশ ও বায়ু পুরাণের মধ্যে কোনও কোনও অংশে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে, মহাভারতেরও কোনও কোনও কাহিনী হয়ত প্রাচীন পুরাণ থেকে গৃহীত হয়েছিল। বিষ্ণু পুরাণে (৩/৬/১৫) বলা হয়েছে আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধির সমন্বয়ে মহামতি ব্যাস একটি পুরাণসংহিতা রচনা করেন। কোনও কোনও আলোচকের মতে আদিতে একটি মূল পুরাণসংহিতার অস্তিত্ব ছিল এবং (বেদের একটি মূল সংহিতা থেকে যেমন বহু শাখার উদ্ভব, তেমনি) উক্ত পুরাণসংহিতা থেকেই পরবর্তী কালে ক্রমে ক্রমে বিবিধ পুরাণের সৃষ্টি।

পুরাণের রচনাকারঃ-

প্রকৃত বিচারে পুরাণ বেদের তুল্য অপৌরুষেয় না হলেও বেদের পরিপূরক, তাই বলা হয়েছে ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারা বেদের অর্থকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা উচিত। কিংবদন্তী অনুযায়ী বেদ-বিভাগ কর্তা ও মহাভারতকার ব্যাসই অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণের রচয়িতা। এই মতে কলির প্রারম্ভে মহাভারত ও পুরাণগুলি রচিত। ব্যাসশিষ্য লোমহর্ষণ গুরুর মুখ থেকে পুরাণগুলি শ্রবণ করেন এবং অন্যদের নিকট যথাশ্রুত বর্ণনা করেন। রামানুজ কর্তৃক প্রদত্ত দার্শনিক ব্যাখা থেকে পুরাণ রচনার লৌকিক ঐতিহা প্রকারান্তরে সমর্থিত। তাঁর মতে হিরণ্যগর্ভ কর্তৃক পুরাণগুলি সৃষ্ট। তাই স্রষ্টার ন্যায় তাঁর সৃষ্ট পূরাণগুলিও তামস ও রাজস প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়, অর্থাৎ পুরাণেও ভুল- ভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক'। কোনও কোনও পুরাণে উক্ত আছে যে, ইতিহাস ও পুরাণ নারী ও শূদ্রের জন্য রচিত, যেহেতু বেদপাঠে পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর অধিকার স্বীকৃত নয়।

পুরাণকারদের মতে (বায়ু ১/৩৩), ভাগবত ১/৪/৩) পুরাণের বক্তা 'সূত' বেদপাঠে অনধিকারী এবং বেদ ব্যতীত পুরাণ, ইতিহাস ও অন্যান্য বিদ্যায় সে দক্ষ। চরক সংহিতার (৪/৪/৪৪) শ্লোক অনুযায়ী গান্ধর্ব শ্রেণীর লোক আখ্যায়িকা, ইতিহাস ও পুরাণে অভিজ্ঞ। বর্তমান মহাপুরাণসমূহের মূল রচনাংশ যথার্থই বেদব্যাসের রচনা কিনা তদ্বিষয়ে আধুনিক গবেষকদের অধিকাংশের মধ্যেই যথেষ্ট সন্দেহ আছে; তবে প্রক্ষিপ্ত অংশ এবং পরবর্তী কালের সংযোজন যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একাধিক পুরাণজ্ঞ কবি পণ্ডিতগণের দ্বারা রচিত তদ্বিষয়ে সকলেই একমত। কিংবদন্তী অনুযায়ী

DEPT. OF SANSKRIT

মহাভারতের প্রবক্তা সূত লোমহর্ষণ কতিপয় পুরাণেরও প্রবক্তা; লোমহর্ষণ ব্যতীত আরও কতিপয় পুরাণ-প্রবক্তার নাম (পরাশর ও লোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা) পুরাণে উল্লিখিত। এই প্রবক্তারা হয়ত কোনও কোনও প্রাচীন পুরাণের মূল রচয়িতা অথবা বর্ণয়িতা; অবশ্য তাঁদের প্রবর্তিত বা রচিত পুরাণ বর্তমান পুরাণসমূহে কতটুকু অবিকৃত অবস্থায় রক্ষিত, তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

পুরাণের রচনাকালঃ-

সূত্র সাহিত্যের পূর্বেই পুরাণের অস্তিত্ব সম্পর্কে গৌতম-ধর্মসূত্র ও অপস্তম্ব-ধর্মসূত্রের নির্দেশ থেকে পুরাণের কাল সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা জন্মায়। অথর্ববেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ, গোপথ ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে পুরাণ শব্দ উল্লিখিত হলেও তৎকালে বর্তমান পুরাণগুলির ন্যায় পৃথকজাতীয় পুরাণ-সাহিত্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনওরূপ ধারণা করা যায় না। অশ্বমেধ যজ্ঞের পরিপ্লব আখ্যানের মধ্যে পুরাণপ্রসিদ্ধ পঞ্চ লক্ষণের ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ললিতবিস্তর (আনুমানিক ২য়-১ম খ্রী. পূ. শঃ) গ্রন্থের সঙ্গে পুরাণের আঙ্গিক ও উপাদানের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বৃহদারণ্যকে (২/৪/১০) বলা হয়েছে মহাভূত অর্থাৎ পরমাত্মার নিঃশ্বাস থেকে চতুর্বেদ, ইতিহাস ও পুরাণ উদ্ভূত। অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও পরিপ্লব আখ্যানের সঙ্গে পুরাণের সম্পর্ক থেকে অনুমান করা যায় যে, বৈদিক সাহিত্যের অন্তিম পর্যায় থেকেই পুরাণের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে। বৈদিক সাহিত্যের সমপর্যায়ে আখ্যান-উপাখ্যান ও গাথার আকারে পুরাণের অনেক উপাদান বর্তমান ছিল, তাই পুরাণকারগণ বলেছেন সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা স্বমুখ থেকে চতুর্বেদ প্রকাশের পূর্বে পুরাণগুলি স্মরণ করেছিলেন। কারও কারও অনুমান বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ার সন্তানরূপে যে সুত জাতির উদ্ভব হয়েছিল, সেই জাতি কালক্রমে তৎকালীন সমাজে এক বিশেষ শ্রেণীরূপে প্রাধান্য লাভ করে। সূত্রযুগে বৈদিক যাগযজ্ঞের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পরিপ্লব ও অন্যান্য আখ্যানগুলি সূতগণের দ্বারা আখ্যাতব্য বিষয়রূপে বিশেষভাবে নির্বাচিত হয় এবং কিছুকাল পরে সেগুলি যজ্ঞনির্ভর আচার-অনুষ্ঠান থেকে মুক্ত হয়ে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে পৌরাণিক ধর্ম ও আদর্শে সূতবর্ণিত আখ্যানসমূহ বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মৎস্যপুরাণে (৫৩/৮) কিংবদন্তী অনুযায়ী কালক্রমে পুরাণ যখন সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হল না, তখন ভগবান বিষ্ণু ব্যাসরূপে জন্ম নিয়ে সেগুলি সংস্কার করেন। সূত্র সাহিত্যে পুরাণের উল্লেখ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় খ্রী. পূ. ৫ম-৪র্থ শতকেই প্রাচীন পুরাণগুলির কোনও কোনওটির মৌলিক অংশ রচিত হয়েছিল"। মহাভারতে ১৮টি পুরাণের নাম উল্লিখিত। হরিবংশ ও বায়ুপুরাণের অনেক শ্লোকের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কারও কারও অনুমান মহাভারত চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করার পূর্বেই প্রাচীন পুরাণগুলি রচিত হয়েছিল।

বিষ্ণু, বায়ু ও মৎস্য পুরাণে মৌর্য ও গুপ্ত রাজবংশের ইতিহাস বর্ণিত; তবে ৭ম শতকের পরবর্তী কোনও রাজবংশ বা রাজার উল্লেখ নেই। সুতরাং উক্ত পুরাণগুলি যে গুপ্তযুগের পরে এবং ৭ম শতকের পূর্বে রচিত একথা বলা যায়। আচার্য শঙ্কর (আনুমানিক ৮ম শঃ) ও কুমারিল ভট্ট (৮ম শঃ) পুরাণ থেকে শ্লোক উদ্ধার করেছেন। বাণভট্টের হর্ষচরিতে (৭ম শঃ) বায়ুপুরাণ পাঠের উল্লেখ আছে। ৭ম শতক থেকে জৈন কবিগণ জেন ধর্মাবলম্বী মহাপুরুষদের জীবনী অবলম্বনে জৈন পুরাণ রচনা শুরু করেন।

পুরাণের লক্ষণ:

সামগ্রিক বিষয়বস্তুর বিবেচনায় পুরাণ-সাহিত্যকে সুসংহত বা সুবিন্যস্ত রচনা বলা যায় না, কারণ পুরাণগুলির বর্তমান রূপে প্রত্যেকটির মধ্যেই প্রক্ষেপ ও পুনর্বিন্যাস ঘটেছে। সাধারণ বিচারে পুরাণের পঞ্চলক্ষণ স্বীকৃত-

DEPT OF SANSKRIT

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।

বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥

বায়ু (বঙ্গবাসী) ৪/১৩; বিষ্ণু (বঙ্গবাসী) ৩/৬/২৫

অমরকোষ ও অন্যান্য কোষগ্রন্থে উক্ত পঞ্চলক্ষণসমন্বিত সংজ্ঞাটি উদ্ধৃত। সর্গ (সৃষ্টি), প্রতিসর্গ (প্রলয়ের পর নতুন সৃষ্টি), বংশ (দেব ও ঋষিদের বংশাবলী), মন্বন্তর (এক এক মনুর শাসনকাল) এবং বংশানুচরিত (রাজবংশগুলি ইতিহাস)-এই পঞ্চবিধ উপাদান সহযোগে পুরাণ রচিত। আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও ও কল্পশুদ্ধির সমবায়ে গঠিত পুরাণসংহিতা এবং পঞ্চলক্ষণযুক্ত পুরাণ কিন্তু এক নয়। মৎস্যপুরাণে সর্গ, প্রতিসর্গ প্রভৃতি পঞ্চ লক্ষণ ব্যতীত ভুবনবিস্তার, দানধর্ম, শ্রাদ্ধকল্প, বর্ণাশ্রম বিভাগ, ইষ্টাপূর্ত ও দেবতাপ্রতিষ্ঠা নামে অতিরিক্ত ছটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন পুরাণে কোথাও সামগ্রিকভাবে পুরাণের বা মহাপুরাণের, আবার কোথাও পৃথকভাবে মহাপুরাণ ও উপপুরাণের সংজ্ঞা প্রদত্ত। ভাগবত পুরাণের মতে মহাপুরাণের লক্ষণ হল-সর্গ, বিসর্গ, বৃত্তি, রক্ষা, অন্তর, বংশ ও বংশানুচরিত (অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি, জীবজগতের সৃষ্টি, রক্ষণ, ধর্মরক্ষা ও অধর্মবিনাশের জন্য শিষ্টকে পালন ও দুষ্টকে দমন, মনুদের শাসনকাল, রাজবংশ ও ঋষিবংশ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বংশ, প্রলয়, জগৎ সৃষ্টির বিবিধ কারণ ও ঈশ্বরতত্ত্ব)। ব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণ ও উপপুরাণের পৃথক পৃথক লক্ষণ নির্ণীত, অন্যদিকে ভাগবত পুরাণে (১২/৭/৮- ২২) পুরাণের দশ লক্ষণ বর্ণিত। যথার্থ বিচারে পুরাণ ও উপপুরাণের মধ্যে প্রকৃতিগত কোনও পার্থক্য নেই। মূল পুরাণ রচনার পর কালে কালে পঞ্চলক্ষণ বহির্ভূত বিবিধ বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন-জ্যোতিষ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, কৃষি, পশুপালন, বার্তা অর্থাৎ বাণিজ্য, আয়ুর্বেদ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দ, ভূগোল, বাস্তুবিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা, শারীরবিদ্যা প্রভৃতি। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান পুরাণেই বিশদভাবে বর্ণিত; রাজা-মহারাজা, মুনি-ঋষি ও খ্যাতনামা ব্যক্তিদের বংশধারা বা চরিতবর্ণনা পুরাণবর্ণয়িতা সূতগণের প্রধান কর্তব্যরূপে নির্ধারিত হয়েছিল। পুরাণমতে সূত হলেন বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও সত্যনিষ্ঠ; প্রাচীন ঘটনাবলীর যথাযথ বর্ণনা করাই তাঁর উদ্দেশ্য। মহাভারতের মত পুরাণগুলি সূত ও ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বজনবোধ্য ভাষায় বিবৃত।

পুরাণবর্ণিত মূল ঘটনাবলীকে প্রধানত দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে-মনু থেকে শুরু করে মহাভারতের যুদ্ধ পর্যন্ত প্রাচীন কাল এবং পরীক্ষিত থেকে শুরু করে (অর্থাৎ ভারতযুদ্ধের অল্পকাল পর থেকে) গুপ্তবংশের রাজত্বকাল পর্যন্ত অর্বাচীন কাল। প্রাচীন কালের অন্তর্গত মন্বন্তর, কল্প, যুগ সম্পর্কে প্রদত্ত বিবরণ ও তথ্যগুলি প্রায় সবই আমাদের নিকট দুর্বোধ্য। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি নামক প্রধান চারযুগ ব্যতীত দিব্য, পিতৃ ও মানবকল্প, যুগ, বৎসর নামে অপ্রধান বিভাগও আলোচিত। আবার অন্যদিকে স্বায়ম্ভব, দক্ষ প্রাচেতস, বৈবস্বত, মান্ধাতা, সগর, রাম প্রভৃতি প্রাচীন রাজাদের রাজত্বকালের নির্দেশও আছে। প্রত্যেকটি প্রাচীন রাজবংশ মূলে সূর্য বা চন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। অর্বাচীন কালের রাজবংশের মধ্যে বৃহদ্রথবংশ, প্রদ্যোতবংশ, শিশুনাগবংশ, নন্দবংশ, মৌর্যবংশ, শুঙ্গবংশ, কণ্ঠবংশ, আন্ধ্র বংশ ও গুপ্তবংশ উল্লিখিত। এগুলি সবই কলিযুগের রাজবংশ। এর মধ্যে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের বর্ণনা থেকে প্রাচীন ভারতের তথ্যসমৃদ্ধ যথার্থ ইতিহাস উপলব্ধ। বিষ্ণু, বায়ু ও মৎস্যপুরাণে যথাক্রমে মৌর্য (৩২৬-১৮৫ খ্রী. পূ.) গুপ্ত (৩২০-৩৫৭ খ্রী.) এবং আন্ধ্রবংশের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া গেল। কলিযুগের উপরোক্ত রাজবংশাবলীর সমসাময়িক আভীর, শক, যবন, তুষার, হুন প্রভৃতি শূদ্র ও ম্লেচ্ছ (বহিরাগত অভারতীয় জাতি) রাজবংশের বিবরণও পাওয়া যায়। বিভিন্ন পুরাণে কলিযুগের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে অপশাসন ও অপসংস্কৃতির অন্ধকারময় চিত্র, তা সম্ভবতঃ রাজতরঙ্গিণীতে বর্ণিত হুণনেতা তোরমান (৫ম খ্রী. শঃ) ও তার পুত্র মিহিরকুলের অত্যাচার-উৎপীড়ন, অন্যান্য বৈদেশিক নৃপতিদের হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্বেষ এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পিত।

DEPT. OF SANSKRIT

অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে পুরাণের বর্ণনায় অতিরঞ্জন, ভ্রম-প্রমাদ ও কল্পনা- বিলাস আছে। পুরাণকারগণের ইতিহাসনিষ্ঠা সর্বদা বাস্তব সত্য ও প্রকৃত তথ্যের অনুগত নয়; ধর্মীয় মনোভাব ও অত্যধিক আস্তিক্যবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁরা সকলেই বাস্তবের সঙ্গে অতিপ্রাকৃত অলৌকিক বহু উপাদান সন্নিবিষ্ট করেছেন। দেবদেবী, মুনিঋষি ও রাজকুলের মাহাত্ম্যবর্ণনা, ভূগোল, ইতিহাস, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, ধর্মীয় আখ্যান- উপাখ্যান প্রভৃতির বর্ণনায় উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট। ধর্মীয় সাহিত্যের ইতিহাসে পুরাণগুলির অবদান অপরিসীম। হিন্দুধর্মের প্রধান দুই ধারা (শ্রুতিসম্মত বৈদিক ধর্ম ও স্মৃতিসম্মত পৌরাণিক ধর্ম) এবং তদনুসারী ব্রাহ্মা, পাঞ্চরাত্র,বৈষ্ণব, ভাগবত, শৈব, পাশুপত, গাণপত্য, শাক্ত প্রভৃতি বিবিধ ধর্মসম্প্রদায়ের সামাজিক ইতিহাসের এত মূল্যবান তথ্য অন্যত্র দুর্লভ। বেদানুবর্তী সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি দার্শনিক মতবাদের পাশাপাশি বেদবিরোধী (তন্ত্র ও আগমসম্মত) কতিপয় সম্প্রদায়ের মতামতও সঙ্কলিত; তন্মধ্যে কোনও-কোনওটি বৈদিক ধর্মের ন্যায় প্রাচীন। পুরাণসাহিত্যে ধর্মীয় তত্ত্বগত উচ্চতর মতবাদের পাশাপাশি লোকধর্মের এক বিশিষ্ট রূপ প্রত্যক্ষগোচর হয়, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ধর্মীয় ধ্যানধারণা, আচার-বিচার, ভয়ভীতি, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, আদর্শ ও নীতিবোধ সবই চিত্রিত। বৈদিক ধর্মাচরণে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অধিকার ও সামর্থ্য ছিল না; কিন্তু পৌরাণিক ধর্ম সম্প্রদায়ভেদে ভিন্ন-ভিন্ন রূপে ও প্রকৃতিতে সার্বজনীন স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ করে। বৈদিক ধর্ম প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও ক্ষত্রিয় রাজন্যসম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, ক্রমে ক্রমে শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্যচর্চা ও ধর্মাচরণ ব্যতীত অন্যত্র ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য পূর্বাপেক্ষা ক্ষীয়মাণ হতে থাকল; জাতিভেদের কঠোরতা ও ধর্মমতের সংকীর্ণতার কারণে তন্ত্র, আগম ও বৌদ্ধ মতানুসারী সহজ-সরল ধর্মমত ও ধর্মাচরণ সাধারণ্যে জনপ্রিয় হল। অন্যদিকে মৌর্য, নন্দ, আন্ধ্রপ্রভৃতি রাজবংশের সার্বভৌম শাসনে ক্ষত্রিয় ও শূদ্রদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেল, তাছাড়া শক, পহ্লব, কুশান, গ্রীক প্রভৃতি বহির্ভারতীয় জাতিগুলির সংস্কৃতি হিন্দুদের সামাজিক ও নৈতিক জীবনেও কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করল। ক্রমপরিবর্তমান যুগধারায় ধর্মাচার ও সমাজকাঠামোতে যেসব বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য অর্জন করল, সেগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে পুরাণগুলির পুনর্বিন্যাস সম্পাদিত হয়। পৌরাণিক ধর্মমতে সত্য ও অহিংসা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম; সত্য শুধু উচ্চতর অধ্যাত্মচেতনা নয়, কায়িক-বাচিক-মানসিক বিশুদ্ধিকরণ। সর্বভূতে দয়া, সমদৃষ্টি, অহিংসা ও দানধর্মের কল্যাণবুদ্ধিতে অধ্যাত্মভাবনার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। পুরাণকার গণ তাই বলেছেন-ক্ষমা ও শান্তি মনের মালিন্য দূর করে; ত্যাগ ও বৈরাগ্য মানুষকে শুচিতা দান কবে; সত্য বিশ্ববিধানের মূল নীতি, পাপ ও মিথ্যা অতিনিন্দিত, কাম-ক্রোধাদি রিপুর নিয়ন্ত্রণে জীবনের সামঞ্জস্য বিহিত হয়। বৈদিক ধর্ম যজ্ঞাচারসর্বস্ব, কিন্তু পুরাণের ধর্মে বৈদিক যাগ-যজ্ঞের সরলীকরণ সহ বিষ্ণু, শিব, গণেশ, সূর্য, কার্তিকেয়, কৃষ্ণ, দুর্গা, কালিকা, প্রভৃতি দেব-দেবীর উপাসনা এবং চতুর্বর্ণের কর্তব্য ও সদাচার, ব্যক্তিগত আদর্শ ও সামাজিক মঙ্গলসাধনের জন্য ব্যক্তিজীবনে মহৎ গুণাবলীর বিকাশ ও কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত; ধর্মভাবনার সঙ্গে বাস্তবজগতে দৈনন্দিন জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যেরও প্রয়োজন আছে; তাই পুরাণমতে অহিংসা, ক্ষমা, ক্ষান্তি, শম, দম, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দয়া, দান, শৌচ, তপ, সত্য, বিদ্যা, ত্যাগ, অক্রোধ, অস্তেয়, ধ্যান, ইজ্যা ও দেবপূজা মহৎ ধর্ম। প্রধান প্রধান পুরাণগুলি রচনার পর কালক্রমে যুগের পটভূমিকায় পুরাণ সম্পর্কে পণ্ডিত বিদ্বান ও পাঠকসমাজের চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন ঘটতে লাগল; তাই কালক্রমে মূল রচনায় বিবিধ বিষয়ের সংযোজন ঘটতে থাকে।

DEPT OF SANSKRIT